দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হালচাল

'মুক্তবাংলা'র সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষনে উদ্যোগ নেই

এনএম জাহাঙ্গীর আলম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসে ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'মুক্তবাংলা' অযত্ন, অবহেলা, সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির অভাবে ধ্বংসের পথে। স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্র সেই ভাস্কর্যটি ধ্বংসের জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯৬ সালের শেষদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেইন গেটের ডানদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'মুক্তবাংলা' ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। ভাস্কর্যটি নির্মাণের পর অদ্যাবধি এর রক্ষণাবেক্ষণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কর্তৃপক্ষ।

'মুক্তবাংলা'র মূল্যবান সরঞ্জাম টাইলস-এর প্লেটগুলো একের পর এক চুরি হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কালো রঙের তিনটি টাইলসের প্লেট চুরি হয়ে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ছাত্রছাত্রী জানায়, ভাস্কর্যের টাইলস প্লেট চুরির ব্যাপারে শিবির চক্রের হাত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায় ঃ ছুটির দিনে ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকার একদল চিহ্নিত বহিরাগত যুবক 'মুক্তবাংলা'র প্রাঙ্গণে মদ, জুয়া, গাঁজা, হেরোইন, নারী ইত্যাদির আসর বসিয়ে থাকে। ভাস্কর্যের অদূরে প্রধান গেট এলাকায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরীরা চোর ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে। শুধু বহিরাগতরাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর নেশাগ্রস্ত ছাত্রও এখানে নিয়মিত নেশার আসর বসিয়ে থাকে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববৃহৎ আবাসিক হল সাদ্দাম হোসেন হল। ১৯৯৩ সালের ২৩শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর এই হলটি ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

সাদ্দাম হোসেন হলে মোট সিট রয়েছে ৫শ' ২০টি। এই হলে কোন পাঠকক্ষ নেই। হলের করিডোরে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমনরুমে খেলাধুলার সামগ্রীর অপ্রতুলতা রয়েছে।

সাদ্দাম হোসেন হলে ছাত্রশিবিরের নির্যাতনের কারণে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা থাকতে পারে না বলে অভিযোগ রয়েছে। হলের টয়লেট, বাথরুমগুলো এবং হলের পাশের ড্রেন পরিষ্কারের অভাবে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ছাত্রশিবির ক্যাডারদের চাপে এই হলে কোন সংস্কৃতি চর্চা হয় না। দুপুর ও রাতে ৯ টাকা করে মিলচার্জ এবং সকালে ৪ টাকায় নাস্তা করা যায়। ডাইনিং-এ খাবারের মান খুবই নিম্ন। ডাইনিং-এ প্রতিবছর কর্তৃপক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ভর্তুকি দেয়; যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

ছাত্রদের জন্য দ্বিতীয় জিয়াউর রহমান হল '৯২র ২রা নভেম্বর উন্মুক্ত করা হয়। দুটি ব্লকের মধ্যে একটি ব্লক আজও নির্মাণ করা হয়নি। ২৫০টি সিট রয়েছে এই হলে। একজনের সিটে ৩/৪ জন করে থাকে। টিভি রুমে বসার ব্যবস্থা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হল বেগম খালেদা জিয়া হলটি '৯৫ সালে ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সিট সংখ্যা ২শ' ৫০টি। অথচ প্রায় চারশ' ছাত্রী ডাবলিং-ট্রিপলিং ও ফ্লোরিং করে থাকছে বর্তমানে। ডাইনিং-এ খাবারের মান একেবারেই খারাপ বলে ছাত্রীরা জানায়। ফলে বেশিরভাগ ছাত্রী রুমেই রান্না করে। মাত্র ৪টি দৈনিক পত্রিকা এই হলে রাখা হয়। টিভি রুমেই কমনরুম ও পাঠকক্ষ। খেলাধুলার সামগ্রী এই হলে নেই বললেই চলে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তেমন হয় না।